লাউ গাছ

শুজা রশীদ

হাইওয়ে ৪০১ এ বিকেলের অফিস ফেরত ট্রাফিকের প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে ঢিমে তালে এগুতে এগুতে তার সবজী বাগানের কথা ভাবতে শুরু করল মানিক। এই ঠাণ্ডার দেশে ছয় মাস শীত আর তুষারের উপদ্রব পার হতে, আরোও সহস্র দেশীদেরকে অনুসরণ করে সে-ও খেয়ে না খেয়ে সবজী বাগান নিয়ে মেতে ওঠে। তার ক্ষুদ্র আঙিনায় বাগান করবার মত স্থান খুব একটা নেই কিন্তু সেই কারণে পিছপা হবার মানুষ সে নয়। যেখানে যত টুকু মাটি পেয়েছে সেখানেই মহা উৎসাহে নানা জাতের গাছ লাগিয়েছে – টমেটো, বেগুন, করল্লা থেকে শুরু করে লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স পর্যন্ত। কিন্তু তার সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে লাউ গাছ। বিশেষ যত্ন করে প্রতি বছর লাউ গাছের জন্য মাচা করে, নিজে হাতে করে লাউয়ের ডগা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে মাচায় তুলে দেয়। একবার দাঁড়িয়ে গেলে অবশ্য তখন অন্য কেচ্ছা। লাউ গাছ ডগ ডগ করে বাড়তে থাকে। কয়েক দিনের মধ্যেই মাচা-টাচা ছাপিয়ে মাটিতে উপচে পড়ার দশা হয়। সেই পর্যায়ে গেলে তখন তার স্ত্রী রেখা লাউয়ের ডগা কেটে শাক হিসাবে রান্না করে এবং সারা পাড়া বিলিয়ে বেড়ায়। এবছর মানিক একটা লাউ গাছ লাগিয়েছে। একাধিক লাগালে সামলানো সমস্যা হয়ে পড়ে। এক বাংলাদেশী ভদ্রলোক নিজ বাড়ীতে গ্রীষ্মে নানান ধরণের দেশী শাক-সবজীর চারা করে থাকেন। তাকে খুঁজে বের করে ডাবল দাম দিয়ে দেশী লাউয়ের চারা এনেছে। এদেশি লম্বা লাউ তার পছন্দ নয়। সকালে বাসা থেকে বের হবার আগে খুব দ্রুত একবার চোখ বুলিয়েছিল, গাছটাতে অনেকগুলো মেয়ে ফুল হয়েছে। সে নিজেই পরাগয়ান করে, পোকামাকড়ের উপর আজকাল আর ভরসা করা যায় না। বাসায় গিয়ে চা নাস্তা খেয়েই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, মনে মনে ভাবে সে। রাস্তায় আটকে থাকার বিরক্তিটা অনেক খানি উবে যায়।

বাসায় পৌঁছে চাবি দিয়ে দরজা খোলবার আগেই রেখা তড়িঘড়ি করে এসে দরজা খুল্ল। একটু অবাকই হল মানিক। রেখা সাধারণত এই সময়ে ফ্যামিলি রুমে বসে টেলিভিশন দেখে। আজকে এই উৎসাহের কারণটা ঠিক বোঝা গেল না। হয়ত কোন কারণে মনটা ভালো। তার প্রতিক্রিয়ায় যদি মানিকের প্রতি একটু বেশী মনোযোগ দেখায় তাতে অসুবিধার কি আছে? হাতের ব্যাগটা

রোজকারের মত মেঝেতে ছুড়ে দিচ্ছিল, হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিলো রেখা। দাঁড়িয়ে জুতা খুলতে অসুবিধা হয়। মোড়ায় বসতে হয়। রেখা ব্যস্ত হয়ে মোড়া এগিয়ে দিল। "কাজ কেমন চলছে?"

মানিক একটু বিপদে পড়ে গেল। রেখা বউ হিসাবে খুবই ভালো কিন্তু বছর বারো যাদের বিয়ের বয়েস তাদের কাছ থেকে এই জাতীয় আদিখ্যেতা আশা করা যায় না। সে বিস্ময় ঢাকার চেষ্টা করতে করতে বলল, "চলছে, যেমন চলে। তোমার শরীর টরির ভালো তো?"

"আমার শরীর ভালোই আছে," নরম গলায় বলল রেখা। "যাও হাত মুখ ধুয়ে এসো। আমি কফি বানাচ্ছি।"

নিজের কফি সাধারণত নিজেই বানায় মানিক। গরম পানিতে ইনস্ট্যান্ট কফি ঢেলে দে নাড়া, এমন কোন রকেট সাইন্স নয় যে বউকে হাত লাগাতে হবে। ওসব নিয়ে মানিকের কোন নালিশ নেই। বরং নিজের কফি নিজে বানালেই ভালো। অন্যের উপর নির্ভরতা যত কম রাখা যায়। কিন্তু সমস্যা হল, আজ হঠাৎ রেখা এতো খুশি কেন? নাকি সে কোন ফাঁদ পেতেছে? সোনা দানা কিনতে চায় না তো? কোন পর্ব-টর্ব আসছে নাকি? দামী শাড়ি টাড়ি কিনতে চায়? টাকা পয়সা সব রেখার হাতেই থাকে কিন্তু জিনিষ পত্র কিছু কিনবার আগে সে মানিকের মতামত নেয় কারণ অর্থের অপচয় হয়েছে মনে হলে মানিক খুবই মন খারাপ করে। শুধু যে হৈ চৈ করে তাই নয়, কথা বার্তা মুখ দেখা দেখিও বন্ধ করে দেয়। অপচয় তার পছন্দ নয়। রেখারও পছন্দ নয়। কিন্তু সমস্যা হল মানিকের কাছে কোনটা অপচয় সেটা বোঝাটা সহজ কাজ নয়। সে যখন পাঁচশ' টাকা দিয়ে একটা গান শোনার সেট কেনে সেটা খুবই দরকারি হয়ে দাড়ায়, কিন্তু রেখা যখন একটা দামী ড্রেসিং টেবিল কেনে তখন তার বুক ভেঙ্গে যায়। মানিক জানে সে মাঝে মাঝে একটু বেশী উদ্বেলিত হয়ে পড়ে কিন্তু তাতে মন্দের চেয়ে ভালোই বেশী হয়। রেখা হিসেব করে খরচ করে।

কাপড় পালটে একটা হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি পরে যখন কিচেনে এলো মানিক ততক্ষণে কফি বানিয়ে ফেলেছে রেখা। সাথে আবার সেমাই, মানিকের পছন্দ। সর্বনাশ! মানিক এবার মনে মনে প্রমাদ গুনল। হচ্ছে কি এসব? সে চোরা দৃষ্টিতে রেখার দিকে তাকায়। নতুন কিছুই দেখে না। কফিতে চুমুক দিল মানিক। সেমাইটা চমৎকার হয়েছে। এক চামচ মুখে দিয়ে আয়েশ করে চিবাতে লাগল।

"বাগানে কাজ করবে এখন?" রেখা মিষ্টি গলায় জানতে চাইল।

নিঃশব্দে মাথা দোলায় মানিক। অফিস থেকে এসে বাগানে গিয়ে ঘন্টা খানেক এটা সেটা করাটা তার অভ্যাস। আগাছা তোলে, পরাগয়ন করে, শুকনা পাতা ছিঁড়ে দেয় - কত কিছু করার আছে বাগানে। লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স, যুকিনি - প্রতিদিন কতটুকু বড় হল সেটা দেখতেও অসম্ভব ভালো লাগে। খানিকটা যেন নিজের বাচ্চার মত, চোখের সামনে প্রতিদিন ডগমগ করতে করতে বড় হচ্ছে। বুকটা ভরে যায়। তার সবচেয়ে ভালো লাগে লাউ বড় হওয়া দেখতে। ঘন সবুজ লতানো গাছের ফাঁক দিয়ে মাচার নীচে ঝুলে থাকা নিটোল সবুজ লাউগুলো যখন পুষ্ট হয় তখন দেখতে কি

সুন্দরটাই না লাগে! ছবি তুলে বন্ধু বান্ধবদের দেখিয়ে যেমন আনন্দ তেমনি তাদের বাসায় বাসায় গিয়ে সেই লাউ দিয়ে আসতেও মহা আনন্দ। এবারও সে অনেক যত্ন করে লাউ গাছ বড় করছে, গাছ দেখেই বোঝা যাচ্ছে ভয়ানক ফলন হবে। সবাইকে দিয়ে থুয়েও থেকে যাবে।

রেখা খুক খুক করে কাশছে। "কাশছ কেন? সর্দি টর্দি হয়েছে নাকি?" মাইক ভ্রু কুঁচকে জানতে চায়। এতো আদর যত্নের রহস্য এখনও ফাঁস হয় নি।

"কিচ্ছু হয় নি আমার," রেখা আলতো গলায় বলল। "আজকে না হয় বাগানে কাজ না করলে। চল বাইরে কোথাও থেকে ঘুরে আসি।"

"আগে বাগান থেকে ঘুরে আসি, তারপর যাবো," মানিক বলল। "অনেক গুলো লাউয়ের ফুল এসেছে। দেখেছ কেমন রমরমা অবস্থা? পলিনেট করতে হবে।"

"দেখেছি," রেখা দ্বিধান্বিত কন্ঠে বলল। "আজকে লাউ শাক তুলেছি।"

এতক্ষণে রান্নাঘরের কাউন্টারের উপর রাখা একগাদা লাউয়ের কচি ডগা খেয়াল করল মানিক। রেখার খুব পছন্দের জিনিষ। সে নিজেও খায় কিন্তু খুব একটা পছন্দ করে না। "অনেক শাক হয়েছে দেখি!" মানিক খুশী গলায় বলে।

মাথা দোলায় রেখা। "হ্যাঁ। তোমার লাউ গাছ তো সব সময়েই খুব ভালো হয়।"

মানিক একটু গর্ব নিয়ে বলল, "আরে সব কিছুর টেকনিক আছে। এবার একটা গাছেই দেখ কেমন ফলন হয়। যত ইচ্ছা শাক খেতে পারবে। আজ একটা ডগা কাটবে, কালই ওখান থেকে আরও পাঁচটা ডগা বের হবে। দেখতে হবে না কার লাউ গাছ!"

কফি শেষ হয়েছে। উঠছিল মানিক, রেখা তাকে একটা প্লেটে আরও কিছুটা সেমাই ঢেলে দিল। মানিক মাথা নাড়ল। "বাগান থেকে ঘুরে আসি, তারপর খাব। লাউগুলো পলিনেট না করা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না।"

রেখা উঠল। "আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। আসতে দেরী হতে পারে।"

"কোথায় যাচ্ছ?" মানিক জানতে চাইল।

"দোকানে," দরজার দিকে রওনা দিয়েছে রেখা।

"পোলাপান?"

"থাক বাসায়। ওরা ওদের মত পড়াশুনা করছে।" রেখা দ্রুত স্যান্ডেলে পা গলিয়ে গাড়ির চাবি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

আশ্চর্য হল মাইক। ঘটনা কিছুই বোঝা গেল না। হঠাৎ কেনই বা এমন আদর যত্ন, আবার এমন করে কেনই বা বাইরে চলে যাওয়া – ঠিক রেখার সাথে মেলে না। রাতে চেপে ধরলেই হবে, ভাবল সে। রেখার পেট পাতলা। রহস্য খোলাসা না করে সে থাকতে পারবে না। স্লাইডিং ডোর ঠেলে বাগানে পা রাখে মানিক। প্রথমেই পড়ে লাউ গাছের মজবুত মাচা। বেশ কিছু বাড়ন্ত লাউ ঝুলে থাকতে দেখে মুখে হাসি চলে এলো ওর। পরিতৃপ্তির হাসি। কাছে গিয়ে হাত বোলাতে গিয়ে একটু খটকা লাগল। গাছ কেমন শুকনা শুকনা লাগছে। সমস্যা ধরতে খুব একটা বেশী সময় লাগল না। গাছটা গোঁড়া থেকে ফুট ছয়েক উপরে কাটা, একেবারে এপাশ ওপাশ কাটা। কাটার সাইজ দেখেই বোঝা যায় কাচির কাজ। পাথরের মত কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল মানিক। কি ঘটেছে বুঝতে বাকি থাকল না। লাউয়ের ডগা কাটতে গিয়ে কোন এক অদ্ভুত উপায়ে লাউ গাছ কেটে ফেলেছে রেখা। বোঝাই যায়, কাচির দিকে মনোযোগ ছিল না। হয়ত ফোনে কথা বলছিল। সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বাসার ভেতরে ঢুকে গেল। টেলিভিশন খুলে বসে একটা ছাইভস্ম প্রোগ্রাম দেখতে লাগল। চেষ্টা করছে লাউ গাছের কথা ভুলে থাকতে। এই পুরো গ্রীষ্মটাই মাটি হল।

ঘন্টা খানেক পর রেখার ফোন এলো। "দেখেছ?"

"হু," গলার ভেতরে থেকে গোঙানির মত শব্দ করে মানিক।

"অনেক রাগ হচ্ছে? এক্সিডেন্ট। মনে হল কলিং বেল বাজছে ... মুহূর্তের জন্য চোখটা অন্য দিকে ফিরিয়েছিলাম... ডগা মনে করে চাপ দিলাম... কাচিটাও এমন ধার... আমার মনে হয় গাছ ওখান থেকে আবার হবে। হবে না?"

ফোন রেখে দিল মানিক। সে কথা বলতে পারছে না। তার বুকটা ফেটে যাচ্ছে। রেখার সাথে এবার সে পুরো এক সপ্তাহ কথা বলবে না, সিদ্ধান্ত নিয়েছে।